দামুড়হুদা বাজারে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ

আসন্ন ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার দামুড়হুদা বাজার এলাকায় উপজেলা বিএনপির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর নেতৃত্বে এ প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাজারের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পথচারীদের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে বিজয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রচারণাকালে উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাশেম, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, বিএনপি নেতা রোকনুজ্জামান তোতাম, শামসুল ইসলাম, আব্দুস সালামসহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ এ সময় বলেন, জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। প্রচারণাকালে সকল স্তরের দলীয় নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

জয়রামপুর স্টেশনের সংস্কার ও সাগরদাঁড়ী-কপোতাক্ষ ট্রেনের স্টপেজ দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেলস্টেশনের সংস্কার, সাগরদাঁড়ী ও কপোতাক্ষ ট্রেনের স্টপেজ চালু, স্টেশন মাস্টার ও গেটম্যানসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া ট্রেন চলাচল পুনর্বহালের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টায় জয়রামপুর রেলস্টেশন চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে জয়রামপুরসহ আশপাশের এলাকার সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় চলাকালে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আপ কপোতাক্ষ ট্রেনটি মানববন্ধনকারীরা জয়রামপুর স্টেশনে সাময়িকভাবে থামিয়ে দেন। এ সময় ট্রেনের পরিচালক কর্মসূচিকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দাবিসমূহ সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

পরবর্তীতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হলে কর্মসূচি স্থগিত করেন। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হয়। এ ঘটনায় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি।

বক্তারা বলেন, জয়রামপুর রেলস্টেশনটি এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্টেশন হলেও দীর্ঘদিন ধরে চরম অবহেলার শিকার। স্টেশনে নিয়মিত ট্রেন না থামায় শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, কৃষক ও সাধারণ যাত্রীদের প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, সাগরদাঁড়ী ও কপোতাক্ষ ট্রেনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ চালু হলে এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, স্টেশনে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় নিরাপত্তা ও যাত্রীসেবায় মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। দ্রুত সংস্কার ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।

মানববন্ধনের আয়োজন করে দামুড়হুদাবাসীর পক্ষে জয়রামপুর ট্রেন সুবিধা সংরক্ষণ কমিটি।

দামুড়হুদায় ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের বার্ষিক ফলাফল প্রকাশ

দামুড়হুদায় ১ যুগ পদার্পণ উপলক্ষে ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুল কতৃপক্ষের আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল। এসময় তিনি বলেন, আমরা যারা অভিভাবক আছি বাচ্চাদেরকে প্লে থেকে ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত গাইড করে থাকি, তার পর আমরা সন্তানের তেমন খোজ খবর রাখি না, এটা ঠিক নয় আপনার সন্তান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এই গাইড ধরে রাখতে হবে। যেন কোনোভাবেই আমার সন্তান যেন বিপথে না যায়। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই মর্ডনাইজ হয়ে যাচ্ছি এরকম তাল মিলাতে গিয়ে আমরা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছি। এখন কেউ আর বড়দের সেইভাবে শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করছে না। আমরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছি। একসময় ভোরবেলা ফজরের নামাজ পড়ে মক্তব্যে আমরা হুজুরের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতাম, সন্ধ্যা হলে অভিভাবকদের ভয়ে পড়ার টেবিলে বসতাম ও বড়দের দেখলে ভয়ে পাশ কাটিয়ে যেতাম এই বিষয় গুলো তেমন দেখা যায়

না। এই শূন্যতা পূরণ করতে হলে আমাদের পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অভিভাবক ডাঃ আতাউর রহমান রতন, স্টার নিউজ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ও প্রেসক্লাব সহ-সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক জহির রায়হান, দৈনিক সমকাল চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সহ- সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, কৃর্তি শিক্ষার্থী অভিভাবক নাছিমা খাতুন, অভিভাবক আশরাফুল ইসলামসহ শিক্ষক- শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও আমন্ত্রণিত অভিভাবকবৃন্দ।

স্কুলের ১ যুগ পদার্পণ উপলক্ষে কেক কেটে উদযাপন করা হয় এবং আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থী ও প্লে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ডায়মন্ড ও প্লাটিনাম গ্রুফের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থায় ছিলেন, ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণে বিশৃঙ্খলা ও জনদুর্ভোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য বিতরণকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ডিলারের অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে বাগবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। গতকাল বুধবার বেলা ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টিসিবির ডিলার দর্শনা পুরাতন বাজারের কামাল উদ্দিন মার্কেটের এবি ট্রেডার্স, যার স্বত্বাধিকারী আল আমিন। গতকাল সকালে কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই আনুমানিক সকাল ৭টার

দিকে হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণ শুরু করা হয়। পণ্য বিতরণ বিষয়ে ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারকেও আগে থেকে জানানো হয়নি বলে জানা গেছে।

এদিন হাউলী ইউনিয়নে মোট ১ হাজার ১১২টি টিসিবির পণ্য সরবরাহ করা হয়। অথচ ইউনিয়নে টিসিবির অ্যাক্টিভ কার্ড রয়েছে ১ হাজার ৪৫১টি। ফলে শুরু থেকেই পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ওপর পণ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় অত্যান্ত বিশৃঙ্খলা ও মাত্র একটি অ্যাপের মাধ্যমে, যার ফলে বিতরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে চলতে থাকে। পণ্য নিতে আসা উপকারভোগীদের জন্য কোনো লাইনের ব্যবস্থা ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও অনেক মানুষ পণ্য না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। দীর্ঘ অপেক্ষা, বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে কয়েক দফা বাগবিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে এবং পন্য বিতরণ বন্ধ হয়ে যায় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং নিয়ন্ত্রণে আনে।

টিসিবির পন্য নিতে আসা বৃদ্ধ সায়েফ আলী বলেন, এত ভোগান্তি কোনদিন হয়নি। এ যেনো মগের মুল্লুক। পরিকল্পিত ভাবে সরকারের মহতি উদ্যোগকে নস্যাৎ করার পায়তারা। বিশৃঙ্খলা হলে মানুষ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। সেই সুযোগটাই নিচ্ছে এরা।

পরবর্তীতে ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান এবং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান সরাসরি ঘটনাস্থলে হস্তক্ষেপ করেন। তাদের তত্ত্বাবধানে এবং হাউলী ইউনিয়ন যুবদল ও ছাত্রদল কর্মীদের সহায়তায় পুনরায় সুশৃঙ্খলভাবে টিসিবির পণ্য বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিশেষ করে ট্যাগ অফিসার ও ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তার আহ্বানে হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফের তত্ত্বাবধানে লাইনের ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পণ্য বিতরণ কার্যক্রম অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন করা হয়। এতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকা উপকারভোগীরা শান্তভাবে পণ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

উপকারভোগীরা জানান, শুরুতে চরম ভোগান্তির শিকার হলেও শেষ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং যুবদল ও

ছাত্রদল কর্মীদের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য বিতরণ সম্পন্ন হওয়ায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, পর্যাপ্ত অ্যাপ ব্যবহারের ব্যবস্থা না থাকা, আগাম ঘোষণার ঘাটতি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণেই পুলিশ আসতে বাধ্য হয়েছে। এত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে যে রাগে ক্ষোভে ও অভিমানে অনেক মানুষ চলে গেছে। যেখানে পন্যের ঘাটতি, সেখানে সব পণ্য বিতরণ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক গুলো পন্য অবশিষ্ট ছিলো।

তারা দ্রুত ডিলারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছভাবে টিসিবির পণ্য বিতরণের দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

এবিষয়ে টিসিবির পণ্য বিতরণের ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান বলেন, টিসিবির পণ্য বিতরণের বিষয়ে আমাকে কেউ কিছু বলেনি, পন্য বিতরণ হবে এ বিষয়ে আমি জানতাম না। অবশিষ্ট যে পন্যগুলো রয়েছে সেগুলো আগামী রবিবার বিতরণ করা হবে।

দামুড়হুদা উপজেলায় রোপা আমন ধানের বাম্পার ফলন

দামুড়হুদা উপজেলায় রোপা আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। চলতি রোপা আমন ধান উৎপাদন মৌসুমে ৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষমাত্রা নিধার্রণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৭ হাজার ৫৪১ হেক্টর জমিতে। চলতি মৌসুমে উৎপাদন হয়েছে হেক্টর প্রতি ৫ দশমিক সাড়ে ২ মেট্রিক টন।

গত বছর ৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হলেও সেখানে ৭ হাজার ৫৪০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়। গত মৌসুমে উৎপাদন ৫ দশমিক ২ মেট্রিক টন রোপা আমন ধান উৎপাদন হয়। পরানপুর গ্রামের রাহিম বক্র এর ছেলে মহিদুল ইসলাম বলেন, তার এক বিঘা জমিতে ২০ মন

বরো আমন ধান উৎপাদন হয়েছে। একই গ্রামের নবাব আলীর ছেলে হাসান আলীর ৫ বিঘা ধান ছিলো তার বিঘা প্রতি ১৬ মন হারে উৎপাদন হয়েছে। গত বছর হেক্টর প্রতি হাফ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছিল বলে জানান, দামুড়হুদা কৃষিবিদ কৃষি কর্মকর্তা শারমীন আক্তার।

তিনি আরো জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় বোরো আমন ধান চাষে কৃষকদের তুলনামূলক সেচ খচর অনেক কম হয়েছে। ফলে এ বছর বোরো আমন ধান চাষ করে কৃষরা গত বছরের তুলনায় বেশ লাভবান হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনের জেল জরিমানা

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে হান্নান (৪৭) এবং একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মরজেম হোসেন (২৬)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মাদক সেবনের অপরাধে অভিযুক্তদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা মোতাবেক দুইজনের ৫ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। দণ্ড প্রদান শেষে তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের মাঠে জুয়া খেলা চলছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে সশরীরে ছোট দুধপাতিলার মাঠে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে

জুয়াড়িরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, পুলিশ তাদের পেছন অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেলেও ঐ মাঠ থেকেই মাদক সেবনরত অবস্থায় দুইজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছোট দুধ পাতিলা গ্রামের হান্নান এবং মরজেম হোসেন উভয়কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব মোতালেবের পরিবার: পাশে দাঁড়ালেন ইউএনও

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চয় ও সহায়-সম্বল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ক্ষতিগ্রস্ত মোতালেবের বাড়িতে সশরীরে হাজির হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাড়ান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন ও তাদের সান্ত্বনা দেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ) রাত আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে রঘুনাথপুর গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ নজ্জেল বিশ্বাসের ছেলে মোতালেব হোসেনের বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। শীতের রাতে মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, আগুনের তীব্রতায় ঘরের কোনো মালামালই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আগুনের খবর পেয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন আশপাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। অগ্নিকাণ্ডে মোতালেব হোসেনের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে ঘরের আসবাবপত্র, মজুতকৃত খাদ্যশস্য, পরিধেয় বস্ত্র ও লেপ-তোশক। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হওয়ার মতো বিষয় হলো, পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাজীবনের অমূল্য সম্পদ একাডেমিক সার্টিফিকেটসমূহ এবং জমি-জমার প্রয়োজনীয় মূল দলিলপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এছাড়া ঘরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবাইদুর রহমান সাহেল তিনি মোতালেবের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল), শুকনো খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (চাল, ডাল, তেল) তুলে দেন। তিনি পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসও দেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত ইউএনও অফিস বরাবর লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দেন, যাতে সরকারি তহবিল থেকে তাদের আরও বড় ধরনের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা যায়।

প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে এবং ব্যক্তিগত সহমর্মিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মোতালেব হোসেনের পরিবারের সদস্যরা। তারা এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইউএনও এবং গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দামুড়হুদায় ডিবির অভিযানে এক

কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি কোমরপুর গ্রামের মৃত আঃ রহমানের ছেলে মোঃ ইউসুফ আলী (৬৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের সার্বিক নির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) এসআই জুম্মান খান ও এএসআই ছানোয়ার হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে কোমরপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে ওই গ্রামের ইমদাদুলের ছেলে আঃ সালামের বাঁশবাগানের সামনের পাকা রাস্তার ওপর থেকে ইউসুফ আলীকে ১ কেজি গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদার এসিল্যান্ড এইচ

তাসফিকুর রহমানকে ওরা বন্ধু সংঘের বিদায় সংবর্ধনা

দামুড়হুদায় দুর্নীতিমুক্ত ভূমি অফিস গড়ে তোলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) (এসিল্যান্ড) এইচ তাসফিকুর রহমানকে “ওরা বন্ধু সংঘ” দামুড়হুদার পক্ষ থেকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ে তাকে এ বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

“প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, একজন সরকারি কর্মচারী তার সেবক মাত্র” সংবিধানের এই কথাটি হৃদয়ে ধারণ করে ভূমি সেবা গ্রহীতাদের মাঝে হয়রানিমুক্ত ভূমি সেবা প্রদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত গড়েছেন বিদায়ী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান। ফলে তার কর্মদক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ অলাভজনক, অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ওরা বন্ধু সংঘ” তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে।

সৎ, যোগ্য ও চৌকস এ ভূমি কর্মকর্তা মাত্র ১ বছর ৫ মাসের সংক্ষিপ্ত কর্মকালেই তার কর্মদক্ষতার মাধ্যমে ভূমি কার্যালয়কে হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে মানসম্মত ভূমি সেবা প্রদান, সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জন এবং ভূমি সেবায় উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভূমি সেবা উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। তার সকল অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও সম্মান জানিয়ে “ওরা বন্ধু সংঘ” এ সংবর্ধনা প্রদান করেন।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীন ফয়সাল তানজিরের নেতৃত্বে, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী আব্দুল কাদির, হাফিজুর রহমান কাজল, সদস্য শেখ হাতেম, তিতুয়ার, রবিউল আওয়াল রুবেল, খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা এসিল্যান্ড এইচ তাসফিকুর রহমানের কর্মজীবনের প্রশংসা করে বলেন, সরকারের জনবান্ধব কর্মকর্তা কাকে বলে এবং একজন জনবান্ধব কর্মকর্তা কীভাবে জনগণের

সেবা প্রদান করেন তা স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি অত্র কার্যালয়ে যোগদানের পর নিজের সরকারি দপ্তরকে গড়ে তুলেছেন একটি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে। যেখানে ভূমি অফিসের ভোগান্তি, সাধারণ মানুষের হয়রানি ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, সেখানে ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের মাঝে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এইচ তাসফিকুর রহমান। সর্বোপরি, এমন একজন কর্মকর্তাকে হারাতে চলেছি, যিনি ছিলেন ভূমি সেবা ও উন্নয়নে উপজেলা বাসীর জন্য আশীর্বাদ। এমন একজন কর্মকর্তা চলে যাওয়ার যে শূন্যতা, তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা তার সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করি।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজির) বলেন, কে এইচ তাসফিকুর রহমান মহোদয় অত্র কার্যালয়ে যোগদানের পরবর্তী সময় থেকে ভূমি কার্যালয় দুর্নীতিমুক্ত হয়েছে। সর্বস্তরের সেবাগ্রহীতারা কোনো রকম হয়রানি ও দুর্নীতি ছাড়া শতভাগ সেবা পেয়েছেন। একজন কর্মকর্তা কতটা আন্তরিকভাবে সরকারের সেবা নিশ্চিত করতে পারেন, তা এই কর্মকর্তাকে না দেখলে বুঝতাম না। তার সততা, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, যা একটি কর্মকর্তার জন্য চরম প্রাপ্তি বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তার চলে যাওয়া হয়রানিমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তবে তার কর্মগুণের কারণে দামুড়হুদা উপজেলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে সম্মানের সাথে মনে রাখবেন।

বিদায়ী এসিল্যান্ড উপজেলা বাসীর মঙ্গল কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, উপজেলার সকল ভূমি সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কর্মক্ষেত্রে কাজের কোনো গাফিলতি করিনি। ভূমি সেবায় মানুষের ভোগান্তি কমানোর চেষ্টা করেছি এবং কার্যালয়কে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত রেখেছি। ফলে মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে সাংবাদিক সমাজ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। এমন ভালোবাসার প্রতিদান আমি কখনো দিতে পারবো না। এখানকার সকলের ভালোবাসা আমাকে আজীবন ঋণী করে রাখবে। তবুও একজন মানুষ হিসেবে এসিল্যান্ড ও পৌর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় যদি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সর্বোপরি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ওরা বন্ধু সংঘ” এর সফলতা ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

দামুড়হুদায় জাতীয় প্রবাসী ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় প্রবাসী দিবস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রথমে পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, বিদেশে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা এবং যে কাজে যাবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে ভালো বেতন পাওয়ার পাশাপাশি মালিক পক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়।

বক্তারা আরও বলেন, বিদেশগামীদের কোনোভাবেই দালালের খপ্পরে পড়া যাবে না। বিভিন্ন দালাল লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে মানুষকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে হয়রানির শিকার করছে, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সঠিক ও বৈধ পথে বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন।

এ জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোকে আরও শক্তিশালী করে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা।